9 May 2024

West Bengal News

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের জন্য দূষণের বিপদ: গবেষণা	প্রসঙ্গ: • সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের বায়ু দূষণের ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছে, যা কলকাতার জন্য চরম আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। • বোস ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক অভিজিৎ চ্যাটার্জি এবং IIT কানপুরের প্রধান লেখক অভিনন্দন ঘোষ, অন্যান্য গবেষকদের সাথে "অম্লতা এবং দূরবর্তী ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের উপর বায়ুমণ্ডলীয় অ্যারোসলের অক্সিডেটিভ সম্ভাব্যতা" **("Acidity and oxidative potential of atmospheric aerosols over a remote mangrove ecosystem during the advection of anthropogenic plumes,")** শীর্ষক গবেষণাটি করা হয়েছে। মূল ফলাফল: • এই সমীক্ষাটি ইঙ্গিত করে দূষক কালো কার্বন বা কাঁচের কণা, কলকাতা এবং বৃহত্তর ইন্দো-গাঙ্গেটিক সমভূমি (আইজিপি) অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হয়ে সুন্দরবনের বায়ুর গুণমানকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করছে। • সুন্দরবনের বায়ু দূষণের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে IGP থেকে পরিবাহিত দূষণকারী, বায়োমাস পোড়ানো, স্থানীয় নৌকা পরিষেবা থেকে নির্গমন, এবং স্থানীয় নৌকাগুলিতে পুরানো মোটর, যা বাতাসে ভারী বিষাক্ত ধাতু নির্গত করে। • সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি গ্রিনহাউস গ্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য শোষক হিসাবে কাজ করে, যা এমনকি আমাজন রেইনফরেস্টকেও ছাড়িয়ে যায়। • সুন্দরবনের **PM 2.5** দূষকের অ্যাসিডিক উপাদানগুলি ভারী ধাতুর উপস্থিতিতে রিয়্যাক্টিভ অক্সিজেনেটেড স্পিসিস **(ROS)** গঠন করে কোশের ক্ষতি করে যা জীবজগতের জন্য বিপদস্বরূপ। • কম জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও, সুন্দরবন **PM 2.5** দূষকের কারণে গুরুতর অক্সিডেটিভ স্ট্রেস অনুভব করে, যা অনেক শহরের এলাকার সাথে তুলনীয়। এটি এক্ষেত্রে, এর ইকোসিস্টেম রক্ষা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপের উপর জোর দেয়। • অধ্যাপক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থানের উপর পরিবহণ এবং আঞ্চলিকভাবে নির্গত বায়ু দূষণের উল্লেখযোগ্য প্রভাবের ওপর জোর দেন এবং বিপর্যয় রোধ করার জন্য অবিলম্বে সমাধানের আহ্বান জানান; বিশেষ করে সেখানে বসবাসকারী প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জন্য। • অনন্য ভৌগোলিক এবং আর্থ-সামাজিক কারণ, কাছাকাছি শহর থেকে বায়ু দূষণকারী পদার্থের পরিবহন এবং স্থানীয় নির্গমন সুন্দরবনের বায়ু মানের সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে, বিশেষ করে শীতকালে। • এই গবেষণার সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে সৌর এবং বায়ু শক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উত্সগুলিকে প্রচার করা, প্লাস্টিক দূষণ কমাতে পর্যটন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা, বৈদ্যুতিন পরিবহনকে বিকল্প হিসেবে বেছে নেওয়া এবং গ্রামীণ এলাকায় পরিষ্কার রান্নার জ্বালানীর জন্য ভর্তুকি দেওয়া।

	• এছাড়াও, সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় প্রশমিত করার জন্য বিষাক্ত বর্জ্য পরিবহন বন্ধ করা, কার্বন নিঃসরণকারী কারখানা নিয়ন্ত্রণ এবং ইটের ভাটা নিয়ন্ত্রণের মতো ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
আত্রেয়ী নদী	প্রসঙ্গ: • বাংলাদেশের ঢাকায় 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ট্রান্স-বাউন্ডারি রিভারস অফ সাউথ এশিয়া: ফোস্টারিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি'-তে দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আত্রেয়ী নদীটিকে হাইলাইট করা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ দিক: • ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির ভূগোল বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স এবং বাংলাদেশের জাতীয় নদী সুরক্ষা কমিশন যৌথভাবে আয়োজন করেছে। • বালুরঘাটের একজন পরিবেশবাদী কর্মী তুহিন শুভ্র মন্ডল এবং দিশারী সংকল্পের সেক্রেটারি, দক্ষিণ দিনাজপুরে আত্রেয়ী নদীর তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করে একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। • সমস্যাগুলি হাইলাইট করা: তুহিন মন্ডলের গবেষণাপত্রে আত্রেয়ী নদীর সমস্যাগুলি, যেমন জলের ঘাটতি, বাংলাদেশের রাবার ড্যামের প্রভাব এবং মাছের ক্ষতির কারণে জেলে ও কৃষকদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। • আলোচনা: নদী সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগের পাশাপাশি আত্রেয়ী নদী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। • সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল: তুহিন মন্ডল আত্রেয়ী নদী সংরক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন এবং জল সংরক্ষণ এবং সাস্টেনেইবল পর্যটনসহ এর সমস্যাগুলি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। • সাম্প্রতিক উন্নয়ন: বালুরঘাটে লোকসভা নির্বাচনী প্রচারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের সাথে এই যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে আত্রেয়ীতে জলের ঘাটতির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাটি তুলে ধরেন। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, রাজ্য সরকার খরার সময় জল ধরে রাখার জন্য বালুরঘাটে একটি রাবার ড্যাম তৈরি করেছিল, যা কৃষি এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে উপকৃত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **163**তম জন্মবার্ষিকী	প্রসঙ্গ: ● নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **163**তম জন্মবার্ষিকী কলকাতায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে: ● 1861 সালের 7ই মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ● '**গুরুদেব**', '**কবিগুরু**' এবং '**বিশ্বকবি**' নামেও পরিচিত। ● বহুমুখী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব এবং বহুমাত্রিক, তিনি বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতকে নতুন আকার দিয়েছেন। ● ইনি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী (গান্ধীজিকে মহাত্মা উপাধি প্রদান করেন)। ● ভারতের জাতীয় সংহতির জন্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পক্ষে কথা বলেছেন। ● **1929** এবং **1937** সালে বিশ্ব ধর্ম সংসদে ভাষণ দেন। ● রবীন্দ্রসংগীত নামে খ্যাত 2000টিরও বেশি গান রচনা করেছেন, যা অনন্য লিরিক্যাল এবং শৈলী দ্বারা চিহ্নিত। ● গীতাঞ্জলি, ঘরে-বাইরে, এবং গোরাসহ উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাংলা গদ্য ও কবিতার রচয়িতা। ● 'একলা চলো রে' গানটির রচয়িতা। ● প্রচলিত শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে **1921** সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ● গীতাঞ্জলির জন্য **1913** সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান (প্রথম অ-ইউরোপীয় বিজয়ী)। ● 1915 সালে ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জ কর্তৃক নাইট উপাধি পান। পরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি এই নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

Copyright © by Adda247
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Adda247.